ঊনিশ শতকে বাংলা সাময়িক পত্রের লেখক যখন সম্পাদক

অশোককুমার রায়

শু থেকে বাংলা গ্রন্থের চেয়ে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অনেক বেশি আর্কষণীয় এবং সমৃদ্ধ ছিল। কারণ পত্রিকাতেই পাওয়া যায় সাহিত্যের সকল শাখার চর্চা তথা লোকশিক্ষায় তার অবদান যা সেই উন্মেষপর্ব থেকেই ছিল লক্ষণীয় ভাবে উল্লেখযে াগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা গদ্যে রচিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের পাঠ্য পুস্তকগুলির ব্যবহার ছিল সীমাবদ্ধ। দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে ঐ গদ্য রচনাগুলি প্রসার লাভ করেনি। তাই বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঐ পাঠ্য পুস্তকগুলির কোন ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পরিচালনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'দিগদর্শন'নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় সেইটিই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের রূপে চিহ্নিত হলেও মাত্র একমাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীস্ট াব্দের২৩ শে মে, শ্রীরামপুর থেকেই প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পন' নামের একটি পত্রিকা। দু'টি পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্কম ার্শম্যান (১৭৮৯ - ১৮৭৭)। এর প্রায় সমসময়ে কলকাতা থেকে (জুন, ১৮১৮) প্রকাশিত হয় বাঙালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা মূলত সংবাদ পরিবেশন ছিল এর উদ্দেশ। সঙ্গে অল্পস্থান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল কখনো জীবনী, কখনো নীতি শিক্ষামূলক ছোট কাহিনী, নিবন্ধ, সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যের এই মিলিত পরিবেশন চলে বহুদিন পর্যন্ত। কিন্তু ক্রমেই পত্রিকা জগতে সাংবাদিকের যায়গায় দেখা দিলেন কবি - সাহিত্যিক বৃন্দ। এবার সংবাদকে পিছনে ফেলে পত্রিকায় সাহিত্য পেলো গুত্ব ও মর্যাদা।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমরা এখানে উনবিংশ - শতাব্দীর তেমনি কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো যার সম্পাদনা করেছিলেন কখনো ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এখানে উল্লিখিত লেখক বৃন্দের সকলেই বাংলা সাহিত্য জগতে শুধু সুপরিচিতই নন সম্পাদনা ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব। একই সঙ্গে এই উভয়বিধ সাধনা ব াস্তবায়িত তথা সিদ্ধিলাভ যেমন আমাদের যুগপৎ বিস্মিত করে তেমনি প্রশ্ন জাগায় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি কি বাধা প্রাপ্ত হয়নি এঁদের সম্প াদকীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে? যদিও আজ এর সঠিক উত্তর আর পাওয়া যাবে না বলেই মনে হয়। কারণ যেমন পত্রিকা সম্পাদন া করতে গিয়ে অনেক সময় লেখা সংশোধন ও বিজ্ঞাপন লিখনও করতে হয়েছে...সঙ্গে থেকেছে লেখা সংগ্রহ, আর্থিক দুশ্চিন্তা, বিপনন প্রভৃতি সব বিষয়েই অল্প - বিস্তর মনেরওপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং যার পরিণতিতে তাঁর আপন সৃষ্টি ব্যহত হওয়াই স্বাভাবিক। আবার এর পাশাপাশি এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের সাহিত্যে বহু উৎকৃষ্ট তথা কালজয়ী রচনার জন্ম হয়েছে 'পত্রিকার প্রয়োজনেই বহুক্ষেত্রেই এইসব রচনা লেখকের নাম না জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় তাঁর একাধিক লেখা স্বনামে মুদ্রিত হওয় ায়। সৌভাগ্যবশতঃ এমনি সব বিখ্যাতলেখক সম্পাদকের বেশির ভাগ অস্বাক্ষরিত রচনা আজও চিহ্নিত করণ সম্পন্ন হয়নি। একান্তভ াবে পত্রিকার প্রয়োজন লেখা এইসব অসামান্য রচনা / গ্রন্থ - সমালোচনা সেই সব পত্রিকা গোষ্ঠীর ইতিহাসের মধ্যে নিহিত থাকলেও সন্দেহের অবকাশে আজও নিশ্চিত হওয়া যায়নি লেখকদের নামগুলি।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সংবাদ প্রভাকর' (সাপ্তাহিক) (১৮৩১-১৮৫৯) কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২ - ১৮৫৯) এক অক্ষয় কীর্তি। দেশ বিদেশের সংবাদ ছাড়া পত্রিকায় ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বর চন্দ্র ছিলেন বাঙালী কবিয়াল রচনা রীতির শেষ কবি এবং বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খণ্ড কবিতা রচনার প্রবর্তক। সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনায়ও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলীর বেশির ভাগ কবিতাই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিতহলে রক্ষণশীল সমাজের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন সময়ে 'পাষণ্ড পীড়ন' 'সংবাদ রত্নাবলী', 'সংবাদ সাধু রঞ্জন' ও আরো দ'টি স্বল্পায়ু পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেকালের প্রায় সব খ্যাতনামা সাহিত্যিক - পণ্ডিতই সংবাদ প্রভাকরের লেখক শ্রেণীভূত্ত ছিলেন। যেমন রাজা রাধাকান্ত দে, জয়গোপাল তর্করত্ন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পন্ডিত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। ১৮৫৩ সালের মে মাস থেকে সংবাদপ্রভ াকরের একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রভাকরের এই মাসিক সংস্করণের জন্যেই ঈশ্বরচন্দ্র কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন(১লা পৌষ, ১লা মাঘ, ১২৬০; রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ১লা শ্রাবন, ১লা ভাদ্র, ১২৬১), রাম বসু (১লা আশ্বিন, ১লা কার্ত্তিক, ১লা অগ্রহ ায়ন, ১২৬১); নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১লা অগ্রহায়ন ,১২৬১; গোঁজলা গুই (১লা অগ্রহায়ন, ১২৬১); হ ঠাকুর) ১লা পৌষ,

১২৬১); রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত ঝিাস (লোকে কানা) (১লা মাঘ, ১২৬১)। জীবনীগুলি রচনা করেন। ২৩শে জানুয়ারি ১৮৫৯ ঈশ্বরচন্দ্র পরলোক গমন করলে তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক হন। রামচন্দ্র কবি সাহিত্যিক না হয়েও পত্রিকাটিকে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছিলেন।

সংবাদ প্রভাকরের পর যে নামটি বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসেই নয় ঝি সাময়িক পত্রের ইতিহাসে গুণগত বিচারে স্থানলাভের যে াগ্য সেই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটির আলোচনা করবো। 'বিধিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকাটির আলোচনা করবো। 'বিধিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা (১৮৫১ - ১৮৫৮) টি প্রকাশকের মূলে কলকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য াসাগর, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হজসন প্র্যাট্, সীটনকার, রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ রবিন্সন প্রমুখ খ্যাতকীর্তি পণ্ডিত বর্গ সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই কমিটিই রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৫১) কে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। লন্ডনের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে বাংলায় প্রথম মাসিক সচিত্র পত্রিকার আকারে (সাইজ ২৪ গুনিতক ১৮ সেন্টিমিটার) প্রথম বছরে ১৬ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় বছর থেকে ২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর লেখে পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণী বিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিধিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় একটি বৈশিষ্ট্যসূচক ঐর্য ছিল যাকে বলা যায় 'সহযোগী সাহিত্য বিভাগ। এই সহযোগী সাহিত্য বলতে আমরা এখন পুস্তক সমালোচনা বলে থাকি।মাইকেল মধুসাধন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা? (প্রহসন), রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী' কাব্যের উচ্চ ভাবনা, শব্দ ঐর্য তথা ছন্দ বৈচিত্র্য নিয়ে এতে চমৎকার আলোচনা করেছেন সম্পাদক। সমসাময়িক কালে রচিত বহুকাব্য, নাটক, ইতিহাস এই বিভ াগে আলোচিত হয়েছে যা' কালের কষ্টি পাথরে চিরকালীন সাহিত্যের গৌরব অর্জন করেছে। তাই বিবিধার্থ সংগ্রহে যেশুধু বিশ্বের বিবিধ জ্ঞানেরই এক সুষ্ঠু পরিবেশন ঘটেছে তাই নয় সাহিত্যের মাপকাঠি নির্ণয় অর্থাৎ মূল্যায়ণে মাসিক সাহিত্য বিভাগটির ঐতিহাসিক গুরত্ব লুকিয়ে আছে। সমকালীন যত পত্রিকায় ভালো ভালো লেখা প্রকাশিত হয়েছিল - এই বিভাগটিতে তার বিস্তারিতআলোচনা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রাজ্ঞ - সুলেখক - সমালোচক রাজেন্দ্রলালের সুসম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' তাই নানা মূল্যবান নিবন্ধে ব াংলায় সর্বপ্রথম আলোচক পত্রিকা বলেই গবেষক ও কৌতুহলী পাঠকের দৃষ্টি চিরদিন আকর্ষণ করবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাতেই তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে কবিকে বাংলার সারস্বত কুঞ্জে আহ্বান করেন। পরবর্তীকালে সপ্তম বর্ষে কালীপ্রসন্ন মধূসূদনের 'মেঘনাদ বধ' ও ব্রজাঙ্গনা ক াব্যের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন, তা কালের নিরিখে এই পত্রিকার গৌরবময় সমালোচনা যোগ্যতার কথাই স্মরণ করায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহ ৬ষ্ঠ বর্ষ (৬ষ্ঠ পর্ব) পর্যন্ত সম্পাদনা করেন রাজেন্দ্রলাল। বহুবিধ কর্মে ক্রমশই রাজেন্দ্রলাল জড়িত হয়ে পড়ায় বিবিধার্থ - সংগ্রহের অন্যতম সুহৃদ লেখক ও বাংলা সাহিত্যের তথা সামাজিক জাগরণের নেতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)পত্রিকার ৭ম বর্ষের সম্পাদক হন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরাগ ভাজন হতেহয় বিবিধ ার্থ সংগ্রহকে। ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বিপুল শ্রদ্ধা প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ ''রাজেন্দ্রলালমিত্র সব্যস াচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।'' ....এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেকবড়ো বড়ে া সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছেএমন আর কাহার নহে। .....কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেমন প্রত্যক্ষ হইত।'' প্রাচ্য প্রতীচ্যের অনেক গুলি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সকল মনীষীর সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। যে কোন দুরূহ জটিল বিষয়ও অল্প কথায় চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর রচনায় যা' পাঠককে আকর্ষণ করে। রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিধ হিসেবে বিখ্যাত। রাজেন্দ্রলাল তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও সমাজের সাধারণ মানুষের কথা যে কখনো বিস্মৃত হননি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ সরল বাংলায় বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের নানা তথ্য এবং সমালোচনা সা হিত্যের সূত্রপাত নিজের ও বিভিন্ন বিদগ্ধ মনীষীবৃন্দের রচনায় বিবিধার্থ - সংগ্রহের পাতায়। রচনা নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয় তৎকালীন পাঠক সমাজের কাছে বিবিধার্থ সংগ্রহের জনপ্রিয়তায় ও কালের বিচারে তার বিস্ময়কর অত্যুৎকৃষ্টতায়।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে প্রথম দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধনী সভার মুখপত্র রূপে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট প্রকাশিত হয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় (১৮৪৩-১৮৫৫) বারো বৎসর। পত্রিকার কণ্ঠে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যটি মুদ্রিত থাকতো। ঈশ্বর জ্ঞানপ্রচার পত্রিকার উদ্দেশ্য বলে প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপ্তি থাকলেও মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ ধর্মআলোচনা ব্যতীত অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি বিষয়ে বহু সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। অক্ষয়কুমারের বহু উল্লেখযোগ্য রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করে আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ''অক্ষয় বাবুর ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা পত্রিকাই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধ হইত না।

বঙ্গদেশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথম সেই অভাব পূরণ করিল।"

অক্ষয়কুমারের পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৫৯) এই সময়ের কথা পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫) এরপর যাঁরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন কৌতুহলী পাঠক তথা গবেষকদের জন্যে নিম্নেথাক্রমে তাঁদের নাম ও কার্যকাল দেওয়া হল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ডিসেম্বর, ১৮৫৯-মার্চ, ১৮৬৪/ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫-এপ্রিল ১৮৬৭/ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঃ এপ্রিল ১৮৬৭-এপ্রিল ১৮৬৯/ অযোধ্যানাথ পাকড়াশীঃ এপ্রিল ১৮৬৯ -মার্চ ১৮৭২/ বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ ঃ এপ্রিল ১৮৭২/ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এপ্রিল ১৮৬৯ - সেপ্টেম্বর ১৮৮৪/ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪- এপ্রিল ১৯০৮/ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৯ - এপ্রিল ১৯১০/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এপ্রিল ১৯০৮/ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৯ - এপ্রিল ১৯১০/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এপ্রিল ১৯১০- এপ্রিল ১৯১৫/ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৯-- এপ্রিল ১৯১০/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এপ্রিল ১৯১০-- এপ্রিল ১৯১৫/ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এপ্রিল ১৯১৫-জানুয়ারি, ১৯২৩/ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফেব্রুয়ারি ১৯২৩- অক্টোবর, ১৯৩৭। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৯৪ বছর প্রকাশিত হয়ে চিরতরেবন্ধহয়ে যায়।

সংক্ষেপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে ইতিহাস আলোচিত হল তাতে বারংবার সম্পাদক বদল হলেও পত্রিকার মান কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। এটি একটি মহা আদর্শবোধের দৃষ্টান্ত রচনা করেছে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকেরা সকলেই যেমনছিলেন সুপণ্ডিত তেমনি সুলেখক এবং সুসম্পাদক ঃ তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লেখা চয়নে, সম্পাদনা নৈপুণ্যে এবং অবশ্যই পত্রিকার জন্যে সম্পাদকের নিজস্ব তাগিদে লেখায়। এই সূত্রেই স্মরণ করা যায় অক্ষয় কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সম্পাদকদেরই অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতাও গান যা একান্তভাবেই রচিত হয়েছিল পত্রিকার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১২৭৯) সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাময়িক পত্রিকা বা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয় এই পত্রিকা বাঙালি জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও অগ্রগণ্য ভূমিকার অধিকারী হয়ে যেটুকু প্রস্তুতি ঘটেছিল, তাকে সৃষ্টি ধারায় পুষ্পিত করার দায়িত্ব বঙ্গদর্শন নিয়েছিল সন্দেহ নেই, সঙ্গে সঙ্গে ঊনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের একটি সুগঠিত ও সমন্বয়িত আদর্শের সাগর সঙ্গমে দেবার ব্রতও বঙ্গদর্শন' অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা ও মহৎ স্বপ্ন সাধনার বাহন হিসেবে বঙ্গদর্শনের যেমন গুত্ব আছে তেমনিই সে যুগের সঞ্জীবিত মানসের মুখপত্র হিসেবেও তার মূল্য অপরিসীম। আর তাই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব যেমন স্মরণীয় তার ভূমিকাও তেমনি ঐতিহাসিক।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন প্রথম চার বছর (বৈশাখ, ১২৭৯-চৈত্র, ১২৮২)। তার পর এক বছর 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১২৮৪র বৈশাখ থেকে সম্পাদক হন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চৈত্র , ১২৮৯ পর্যন্ত বঙ্গদর্শন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তবে কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সর্বময় কর্তা। তিনি নিজে তো লিখতেনই, অন্যলোকের লেখা সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু এত করেও বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি থাকল না। শোনা যায় তার মূলে ছিল সম্পাদকের অমনোযোগ। সঞ্জীবচন্দ্র বাঁধা নিয়মে এককাজ বেশিদিন করতে ভালবাসতেন না। বঙ্গদর্শন এজন্য আগের মত সময়ে প্রকাশিত হত না। ১২৮৬ সালের কোন সংখ্যা এবং ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বঙ্গদর্শনের পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কাজ করছিল বলে তাঁর আমলের বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের আমলের বঙ্গদর্শনের কোণগুণগত পার্থক্য নেই, তবে সঞ্জীব চন্দ্রের আমলে লেখার পরিমাণগত তারতম্য কিছু ঘটেছিল। প্রথম পর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ - উপন্যাস - গল্প - কবিতা - সমালোচনার তুলনায় দ্বিতীয় পর্বের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ঐ সমস্ত রচনার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ রচনাতে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গদর্শন সম্পাদক যে রচয়িতার নাম বাদ দিয়ে রচনা প্রকাশ করা পছন্দ করতেন, তা নয়। অনেক লেখকই ইচছাকৃত ভাবে নাম প্রকাশ করতেন না, এমনকি সাক্ষর পর্যন্ত করতেন না। আবার কারো কারো লেখা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম পাওয়া যায় তিনটি---দর্পনারায়ণ পতিতুণ্ড, শ্রী ভজনাম ও মনুষ্য - খদ্যোৎ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুটি - গ্রাজুয়েট, যৌবনের সন্ন্যাসী, সঞ্জীব চন্দ্রের একটি -- প্রমথনাথ বসু ; এছাড়া অনেকের নাম প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষিপ্ত আকারে। অক্ষয় চন্দ্র সরকার - শ্রী অঃ; তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় - তা. প্র. চ. ; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় - ন. না.; পূর্ণচন্দ্রবসু- শ্রী পূঃ! যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ - শ্রী যো! রামদাস সেন - শ্রী রাঃ দ.স; হৃষিকেশ ভট্টাচার্য - হৃ.কৃ.ড; ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - শ্রী ঈঃ;শ্রীঈশান! নবীনচন্দ্র সেন -- শ্রী নঃ; শ্রী কৃষ্ণ দাস - শ্রী কৃষ্ণ; এবং কয়েকজন অজ্ঞাত নামা লেখক - শ্রীযঃ; শ্রী য, শ্রীনীঃ - এভাবে নাম সাক্ষর করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর যাঁদের প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কৃষ্ণ দাস, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপ

াধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, প্রভৃতি। যাঁদের কবিতা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিলতাঁরা হলেন ঈশ ানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভুবনমোহিনী দেবী (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), মনোরঞ্জন গুহ, মোহিনীমোহন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গড়া বঙ্গদর্শনের বেশির ভাগ লেখকের লেখক জীবনের হয় শু নয় প্রতিষ্ঠা বলা যায়। তাইতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘বঙ্কিমের বঙ্গ দর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। ‘‘শুধু রস সাহিত্যের চর্চা করা বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল না, তা আমরা দেখেছি। তার উদ্দেশ্যে ছিল ব্যাপকতর, এ জন্য সেকালে প্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্রপূর্ণ। উপন্যাস , গল্প, সরস ব্যঙ্গরচনা, কবিতা এবং বিস্তৃত সমালোচনা ছাড়া পত্রিকাটিতে সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল উপরিউক্ত সমস্ত বিষয়েই।

বঙ্গদর্শন যখন বিলুপ্ত হল তার আগেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র ও বন্ধুদের নিয়ে ঐ রকম একটি পত্রিকা করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ভারতী’ পত্রিকা ২৯ জুলাই ১৮৭৭ তারিখে। ‘ভারতী’ পত্রিকার পরিকল্পনা করেন জ্যো তিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পত্রিকার নামকরণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রচ্ছদে দেবী সরস্বতীর চিত্র। ভ ারতীয় প্রথম সংখ্যার কভার ছাড়া পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৮; মোট দশটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি লেখা ছিল রবীন্দ্রন াথের। সুচিতে বঙ্গদর্শনের মতই কোন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। যেমন ভূমিকা - দ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), ভারতীয় -ভ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক-দ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), মেঘনাদ বধ কাব্য- ভ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) জ্ঞান, নীতি ও ইংরেজি সভ্যতা- সঃ (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বঙ্গসাহিত্য - অঃ (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী), গঞ্জিকা - দ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), ভিখারিনী (গল্প) - ভ (রবীন্দ্রনাথ ঠ াকুর), স্বাস্থ্য - লেখকের নামহীন রচনা। সম্পাদকের বৈঠক - দ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) পরে ভারতীয় পৃষ্ঠাসংখ্যা ও রচনা সংখ্যা বৃদ্ধি প ায়। দীর্ঘ সাত বছর (১২৮৪-১২৯০) দ্বিজেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনা কালে বিহারীলাল চক্রবর্তী, কৈলাসচন্দ্র সিংহ রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাদবানন্দ গুপ্ত, কালীবর বেদান্তবাগীশ, শরৎকুমারী চৌধুরাণী সত্যেন্দ্রন াথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমার দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, শ্রীপতিচরণ রায় প্রমুখ লেখদের রচন ায় ভারতীয় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারতীয় ৪৯ বর্ষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ জীবিত থেকে ভারতীতে লেখা দিয়ে ধন্য করেছেন। কারণ তাঁর লেখা মানেই নানা তত্ত্বে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, যা ‘একান্তভাবেই’ ভারতী সম্পাদনা সূত্রেই লেখবার প্রেরণা পান বলে জানিয়েছেন পণ্ডিত বিধুশেখর শ াস্ত্রী। ‘ভারতী’র সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পত্রিকা জীবনে কয়েকবার সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছে। এই সম্পাদক পরিবর্তনের হেতুভারতী পত্রিকার পৃষ্ঠা সব সময় তেমন ভাবে পাওয়া না গেলেও অন্যত্র (বিভিন্ন গ্রন্থে) সে তথ্য পাওয়া যায়। যাই হোক এখানে আমরা ভারতী সম্পাদক / সম্পাদিকা বৃন্দের কালানুক্রমিক তালিকাটি করে দিলাম, যা’র মধ্যে ঠাকুর পরিবারের লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ভ ারতী সম্পাদনা করেছেন এক বছর।

১২৮৪ শ্রাবণ - ১২৯০ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১২৯১-১৩০১ স্বর্ণকুমার দেবী / ১৩০২-১৩০৪ হিরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী/ ১৩০৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ১৩০৬ - ১৩১৪ সরলাদেবী/ ১৩১৫-১৩২১ স্বর্ণকুমারী দেবী ঙ/ ১৩২২-১৩৩০ সরলা দেবী। ১২৯৩-১২৯৯ ভ ারতী পত্রিকা ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত বালক (বৈশাখ, ১২৯২) পত্রিকার সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘ভারতী ও বালক’ নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে আবার ‘ভারতী নামে প্রকাশিত হয় কার্তিক, ১৩৩৩ সংখ্যা পর্যন্ত।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে সাহিত্য, সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রচার’ মাসিক পত্রটি প্রকাশ করেন। এ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখছেন, ‘‘নবজীবনের’ পনেরো দিন পরে প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার ‘আমার সাহায্যে ও আম ার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। প্রচার পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস ‘সীতারাম’ ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রকাশিত হয় প্রায় সব মূল্যবান প্রবন্ধাদির সঙ্গে। ‘প্রচার’ মোট চার বছর চলে লুপ্ত হয়। তবে স্বল্পায়ু হলেও প্রচারের লেখক তালিকাটি দেখলেই পত্রিকাটির গুত্ব অনুভব করা যায়। যথা অক্ষয়কুমার বড়াল, অতুলকৃষ্ণ রায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নবীনচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, র াজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদয়াল মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির লেখায় সমৃদ্ধ। ‘বঙ্গদর্শন’ ও ‘প্রচার’ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলেছিলেন তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখকের রচনাতেই কম- বেশি শব্দ পরিবর্তন , অমংশবিশেষ বর্জন ও সংযোজন করতে হয়েছে, তবেই পত্রিকার ‘মান’ উচ্চে ধরে রাখা সম্ভব। তাই দেখা যায় ‘প্রচার’ ও ‘বঙ্গদর্শন’ -এর সুসম্পাদিত মূল্যবান রচনা সম্ভার বঙ্গসাহিত্য তথা বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজনপরিণত হয়েছে। বঙ্কিম কলমের সযত্ন চিহ্ন ‘প্রচার’ -এর সর্বশ্রেণীর লেখায়, কি শব্দচয়নে ও বয়নে, পদান্বয়ে ও পদ বিন্যাসে, ছেদ ও যতিচিহ্ন প্রয়ে াগে, প্রয়োজনীয় অলঙ্করণে, সৌন্দর্য সঞ্চারে এক নব গদ্যরীতির প্রচলন করেছিল যা’ পরবর্তীদের কাছে শিরোধার্য হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "সম্পাদক বঙ্কিমের একক চেষ্টাতেই 'বঙ্গভাষা' সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইয়াছে।" ১৮৮৯ (চৈত্র, ১২৯৫) খ্রীষ্টাব্দে এই আসামান্য সাময়িক পত্রটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'প্রচার' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে সেই যুগসন্ধিক্ষণে এক ব্যতি ক্রমী পত্রিকা'সাহিত্য' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন (এপ্রিল, ১৮৯০)। ব্যক্তিগত জীবনে সর্ববিষয় আধুনিক সংস্কার মুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র হলেও সুরেশচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের নেতা। তাঁর পত্রিকা 'সাহিত্য' ও তাই পুরানো অবরোহী পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রঅনুগামীদের রচনার তীব্র কটু সমালোচনা প্রকাশ হত তাই সাহিত্যে। সাহিত্যের পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্র লালের সেই কঠোর সমালোচনা ভৎর্সনা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে। মত পার্থক্য থাকলেও আমাদের মানতেই হবে সেদিনের সেই সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়েই আমরা কালিদাস ও ভবভূতির মত অপূর্বসুন্দর একটি সমালোচনা প্রবন্ধ পেয়েছি। সা হিত্যের অগ্রগতির অন্যতম নিশ্চিত বাহন সাময়িক পত্র। সাময়িক পত্রের মধ্যে দিয়ে একধাপ একধাপ করে আজকের আধুনিক গদ্যেরকি কাব্যের জগতে পৌঁছতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সাহিত্য ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারি সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায়।

ঈনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে যে পত্রিকাটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে আছে তার নাম 'সাধনা'। মনস্বী পুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাধনা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা - সম্পাদক (অগ্রাহায়ণ, ১২৯৮ (নভেম্বর, ১৮৯১)। তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ পত্রিকাখানি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। চতুর্থ বর্ষের 'সাধনা' সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পত্রে তিনি লিখেছেন---

"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। চতুর্থ বৎসর ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। 'সাধনা' পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভুরি পরিমাণে ছিল।" প্রথমবর্ষ থেকেই সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রকৃত পক্ষে 'সর্বেসবা'। এর আগে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকায় কার্যাধ্যক্ষ রূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা' তিনি 'সাধনা' পত্রিকার কাজে লাগান। এই পত্রিকার লেখালিখিথেকে প্রুফ দেখা সবই, তিনি করতেন। সাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসার টান ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এই পত্রিকাটিকে একটি আদর্শ পত্রিকা করে তুলতে। শিলাইদহে জমিদারীর কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সাধনার জন্য নানা লেখা লিখে গিয়েছেন, কাগজের ব্যাপারে সর্বদা সুধীকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন। সাধনার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা মোট ৯২ পৃষ্ঠায় মধ্যে ৪০ পৃষ্ঠা জুড়েই রবীন্দ্রনাথ। বাকী পৃষ্ঠাগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথঠ াকুর,প্রভৃতিদের লেখায় সমৃদ্ধ। তত্ত্ববোধিনী, ভারতীয় পাশাপাশি এই 'সাধনা' ও ঠাকুর বাড়ির আরেকটি নিজস্ব পত্রিকা রূপে আত্মপ্রক াশ করেছিল।

নতুন পত্রিকা বেরোলেই রবীন্দ্রনাথ বেশ উৎসাহ বোধ করতেন এবং পত্রিকা প্রকাশে অন্যকে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু 'সাধনার'র জন্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ যৌবন উদ্যম ছিল। তাঁর সৃজনশীলতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে 'সাধনা' পর্ব (১২৯৮-১৩০২) উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা প ালন করেছিল। সাধনার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিলিতি পত্রিকা থেকে কোন নতুন সংবাদ বা প্রবন্ধ সংকলন করে নতুন রচনায় রূপ দিতেন। সাধনা পত্রিকার মধ্যে দিয়ে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় তা পরিণত রূপ লাভকরতে পারেনি। কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সাধনা'র স্থায়ী প্রভাব সকলেই স্বীকার করেন।

১৮১৮-১৯০০র মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় যে ১৬০০/১৭০০ পত্র - পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে অধিকাংশই স্বল্পায়ু এবং অনকাংশই কি রচনা নির্বাচনে কি সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সুসম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যাও ৮০০/৮৫০ হবে। সুতরাং এই নিবন্ধে উল্লেখযোগ্য অনেক পত্রিকারই নাম - আলোচনা কিছুই করা গেল না। বিষয়টি যেহেতু একটি গ্রন্থ রচনার যোগ্য, তাই সে অআ লোচনা এখানে বাতুলতা মাত্র। তবে পাঠকদের আগ্রহ থাকলে এর পরে কোন সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর শু থেকেই অর্থাৎ বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সবুজ পত্র, নরায়ণ, কল্লোল, কালি - কলম, কবিতা, পরিচয়, পূর্বাশা প্রভৃতির ওপর এমনিই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেতে পারে।